সরকারের 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' লক্ষ্যমাত্রা: সিগারেট কোম্পানির অপতৎপরতা

সংবাদ সম্মেলন

১৭ আগস্ট, ২০২৩ ॥ তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হল, জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা

আয়োজক: তামাক বিরোধী ১১টি সংগঠন

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা

বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সংসগঠসমূহের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানবেন।

আপনারা জানেন সরকার ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করতে নানা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। অথচ তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের জনস্বাস্থ্য রক্ষার এই মহৎ উদ্যোগকে ব্যহত করতে নানা অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এ অপচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য দেশের তরুণ সমাজকে ধূমপানের দিকে আকৃষ্ট করা। তারা আইনভঙ্গ করে বিজ্ঞাপন করার পাশাপাশি, প্রণোদনা, রেষ্টুরেন্টে ধূমপানের স্থান তৈরি, বিশ্ববিদ্যালয়ে দুত নিয়োগ করছে। আমরা আপনার সন্তানকে ধূমপায়ী বানিয়ে বাণিজ্য করাই তাদের উদ্দেশ্য। দেশে ব্যবসা করা ২ টি বিদেশী সিগারেট কোম্পানি এই বেআইনী কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিচ্ছে। যার বিস্তারিত আমরা নিম্নে তুলে ধরছি।

আজ দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অসংক্রামক রোগের চাপে বিপর্যস্ত। হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার এই তিন অসংক্রামক রোগের অন্যতম প্রধান কারণ তামাক ব্যবহার। দেশের তিন কোটির বেশি মানুষ তামাক ব্যবহার করে। আর এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে তামাক ত্যাগ করাতে সরকার নানা উদ্যোগে ব্যস্ত। অপর দিকে কোম্পানিগুলো আইনভঙ্গ করে নতুন ধূমপায়ী তৈরি এবং দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করতে নানা অপকৌশল অবলম্বন করছে। তামাক ব্যবহারজনিত রোগে প্রতিবছর বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। ১৫ লক্ষাধিক মানুষ তামাক ব্যবহারজনিত নানা জটিল রোগে ভুগছে। প্রতি বছর ৬১ হাজারের অধিক শিশু পরোক্ষ ধূমপানের কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। এইসব অকাল মৃত্যু এবং ক্যান্সারেরমত জটিল রোগ ভুক্তভোগী পরিবারকে সম্পুর্ণ এলামেলো করে দেয়। দেশের অর্থনৈনীতিতেও তা ভয়ংকর নেতিবাচক প্রভাব রাখে। তামাক ব্যবহারজনিত রোগের চিকিৎসা ব্যায় এবং কর্মক্ষমতা হ্রাসের কারণে দেশে প্রতিবছর ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয় (২০২৮ সালের হিসাব)।

প্রিয় গণমাধ্যম কর্মীবৃন্দ

দীর্ঘ দিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৫ সালে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন' প্রণয়ন এবং এর কাংখিত সুফল নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট বিধি জারি করা হয়। এই আইনের অন্যতম লক্ষ্য হলো দেশে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা এবং নতুনদের তামাক ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে ও তামাকজনিত সার্বিক ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিরোধ করা।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারা-৫ এ তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি, দেশের তামাক কোম্পানীগুলো আইন ভঙ্গ করে নানা অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে তামাজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে এবং বিক্রেতাদের উৎসাহিত করছে। সম্প্রতি দেশের ৫টি সিটি কর্পোরেশন, ১৬টি জেলা ও ৩২টি পৌরসভায় পরিচালিত জরিপে ২২,৭২৩ টি বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিক্রয়কেন্দ্রগুলোতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রায় সাড়ে ২৭ হাজার লংঘন চিহ্নিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তামাকের বিজ্ঞাপন অপসারণ করেছে। আইন অনুসারে নিষিদ্ধ এ সকল বিজ্ঞাপন অপসারণকালে তামাক কোম্পানীর প্রতিনিধি এবং তাদের লোকজন নানাভাবে হুমকি প্রদান করে এবং তারা তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীদের নানাভাবে ভয় দেখায়। আইন বহির্ভূত এ সকল কার্যক্রমের মূলে রয়েছে দুটি সিগারেট কোম্পানি- 'বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি (বিএটি) ও 'জাপান টোব্যাকো কোম্পানি (জেটিআই)। আইন লঙ্ঘণের পাশাপাশি তারা নানানভাবে বিদ্যমান আইনটির সংশোধনী প্রক্রিয়ার বিরোধীতা করছে।

প্রিয় সংবাদ কর্মী ভাই বোনেরা,

আপনারা অবহিত যে, তামাক কোম্পানীর আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের মূল লক্ষ্য হলো কিশোর ও তরুণেরা যারা এখনো ধূমপান করতে শুরু করেনি। তারা তরুণদের হাতে এই প্রাণঘাতি পণ্যটি তুলে দিতে চায়। এদের কেউ আপনার আমার সন্তান বা নিকটজন। জনগনের সুরক্ষার জন্যই তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় 'বিক্রয়কেন্দ্র'গুলোতে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণার পাশাপাশি বিক্রেতাদেরকে 'পার্টনার' হিসেবে চুক্তিবদ্ধ করে আর্থিক প্রণোদনা দিচ্ছে।

জরিপে দেখা গেছে, বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে ও জনবহুল এলাকায় তামাকের বিজ্ঞাপন, প্রচারণার হার বেশি। বিক্রয়কেন্দ্রগুলোতে ব্রান্ডিং রং ও লোগো ব্যবহার, ষ্টিকার প্রদর্শন ও বিতরণ, মূল্য তালিকা প্রদর্শন, সিগারেটের ডামি প্যাকেট ও খালি প্যাকেট সাজিয়ে রাখাসহ নানা অভিনব ও আকর্ষণীয় উপায়ে প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি আইনে তামাকজাত দ্রব্যের কার্টনে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তারা সিগারেটের কার্টনে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করছে না। এছাড়াও ক্রেতা ও বিক্রেতাকে টি-শার্ট, লাইটার, ব্যাগ, মানিব্যাগ, ব্রেসলেট, টিভি, ফ্রিজ, মোটরসাইকেল, তৈজসপত্র ইত্যাদি সামগ্রী উপহার হিসেবে দিচ্ছে। সিগারেট সরবরাহের বাহনসমূহেও (ভ্যান, পিকাপ ভ্যান) তারা সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করছে। পাশাপাশি বিপণন কাজে তরুণদের ব্যবহার করে কিশোর ও তরুণদের ধূমপানে উদ্বুদ্ধ করতে তাদের মধ্যে বিনামূল্যে সিগারেট বিতরণ করছে। আইনে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের কাছে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বিক্রেতারা শিশু-কিশোরদের কাছে অবাধে সিগারেট বিক্রি করছে।

এভাবে, বিজ্ঞাপন, প্রচারণা, সিগারেটের কার্টনে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান না করা, সিগারেটের ক্রেতা বিক্রেতাদের উপহার সামগ্রী প্রদান, বিনামূল্যে সিগারেট বিতরণ, শিশু-কিশোরদের কাছে সিগারেট বিক্রি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সুস্পষ্ট লংঘন এবং এসব কাজেও তামাক কোম্পানীর সরাসরি সংযোগ রয়েছে। এছাড়া নাটক, সিনেমায় জনপ্রিয় অভিনয় শিল্পীদের ধূমপান প্রদর্শন বেড়েছে আশঙ্কাজনক হারে। তামাক কোম্পানিগুলো এসব নাটক, সিনেমায় পৃষ্ঠপোষকতাও করে থাকে। যা ইতিমধ্যে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে ওটিটি (OTT) প্ল্যাটফর্ম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে নির্মিত ওয়েব সিরিজগুলো তরুণদের মাঝে অধিক জনপ্রিয়। এ সুযোগে ওটিটি (OTT) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে ধূমপানসহ তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে যা তাদের ধূমপানে উৎসাহিত করছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তরুণদের সম্পৃক্ত করে 'ব্যাটল অব মাইন্ড' 'এক্সসিড' ইত্যাদি নামে কর্মসূচি চালাচ্ছে। মূলত এগুলো তাদের প্রতারণামূলক প্রচারণা কর্মসূচির অংশ। বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে তামাকজাত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ প্রচার-প্রচারণা, বিজ্ঞাপন ও প্রণোদনা নিষিদ্ধ হওয়ায় তামাক কোম্পানিগুলো এসব কসর্মসূচির মাধ্যমে তাদের নাম ও ব্রান্ডকে তরুণদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা এম্বাসেডর নিয়োগ করছে। যা আইন লঙ্ঘণ করে সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আড়ালে ভালো ইমেজ গড়ে তোলার অপচেষ্টা। কোটি কোটি টাকা ব্যায়ে অনুষ্ঠান আয়োজন করে, অজস্র প্রতিযোগির মধ্যে গুটিকয়েককে চাকরি প্রদানের আড়ালে পণ্যের প্রচারণাই তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য। সরকারের ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যকে ব্যহত করতে তারা কিশোর তরুণদের ধূমপানে আকৃষ্ট করছে। গবেষণায় দেখা যায়, তামাকের নেশায় আসক্তদের অধিকাংশ তরুণ ও কিশোর বয়সে ধূমপান শুরু করে। তাদের মধ্যে স্বাস্থ্যঝুঁকি, জীবনের হুমকি সম্পর্কে উদাসীনতা[১] এবং বন্ধুবান্ধব ও বিজ্ঞাপনের প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা যায়[২,৩]। অস্ট্রেলিয়ায় পরিচালিত এক গবেষণায় অংশগ্রহণকারী এক-তৃতীয়াংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন, তারা বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন দেখে সিগারেট ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। এছাড়াও তামাক কোম্পানিগুলো মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে ই-সিগারেটকে নিরাপদ হিসাবে তুলে ধরে তরুণদেরকে ই-সিগারেটে আসক্ত করছে। বিভিন্ন প্রচারণার মাধ্যমে ই-সিগারেটকে আধুনিক ফ্যাশন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। ই-সিগারেট নেশাদায়ক এবং ক্ষতিকর বিধায় ভারতসহ বিশ্বের ৪৭টি দেশ ইতিমধ্যেই ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করেছে।

আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে তামাক কোম্পানিগুলোর মদদে ঢাকার রেষ্টুরেন্টগুলো ধূমপানের আখড়ায় পরিনত হয়েছে। পরিবার পরিজন নিয়ে মানুষ রেষ্টুরেন্টে যায় মূলত সুন্দর পরিবেশে কিছুটা সুন্দর সময় উপোভোগ করার জন্য এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার জন্য। কিন্তু বিদেশী কয়েকটি তামাক কোম্পানির সরাসরি মদদ ও অর্থায়নে দেশে বিভিন্ন রেষ্টুরেন্টে ধূমপানের স্থান গড়ে উঠছে এবং এতে কিছু কিছু মালিক সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করছেন। যদিও বাংলাদেশ রেষ্টুরেন্ট এসোশিয়েশনের অধিকাংশ সদস্য এধরনের ধূমপানের স্থানের বিরোধিতা করে আসছে এবং বাংলাদেশে ২০০৫ সালের পরে ধূমপানমুক্ত রেষ্টুরেন্ট আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে তারা একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে।

বাজারে সিগারেট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানী মূল্য কারসাজি করে থাকে। তারা সিগারেটের প্যাকেটে একটি খুচরা মূল্য লেখে, কিন্তু খুচরা বিক্রির সময় তারা তা ৫% থেকে ২০% পর্যন্ত বেশি দামে বিক্রয় করে। খুচরা বিক্রয় মূল্যের ওপর কর পরিশোধের বিধান থাকলেও তারা প্যাকেটে লেখা মূল্যের ওপর কর পরিশোধ করে। এভাবে তারা বছরে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোর গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। এ বিষয়ে কয়েকটি গণমাধ্যমের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এই সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। গণমাধ্যমের অনুসন্ধানে আরো দেখা যায়, জাতীয় বাজেটে সিগারেটের নুতন মূল্য নির্ধারণের পরও কয়েকমাস তারা পূর্ববতী বছরের মূল্য লিখিত সিগারেট বেশি দামে বিক্রি করে। এভাবেও তারা কয়েক মাসে ৫-৭ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেয়।

প্রিয় কলম সৈনিকবৃন্দ

গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস) ২০১৭- এ দেখা গেছে, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ৩৫.৩% (৩ কোটি ৭৮ লক্ষ) মানুষ তামাকজাত দ্রব্য সেবন করে। পরোক্ষ ধূমপানের কারণে বাড়িতে ৪ কোটি ১০ লক্ষ এবং গণপরিবহন ও জনসমাগমস্থলে ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ মানুষ ক্ষতির শিকার হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৩ (ক) তে এফসিটিসির বাস্তবায়ন জোরদার করার কথা বলা হয়েছে। সার্বিকভাবে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৩ অর্জনের জন্য বাংলাদেশেকে তামাকমুক্ত করা আবশ্যক। এই অবস্থায় বাংলাদেশ এসডিজি অর্জনকে গুরুত্ব দিয়ে ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তামাক নিয়ন্ত্রণকে যুক্ত করেছে।

তামাকের বহুমাত্রিক ক্ষতি থেকে জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, জীব-বৈচিত্রের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং ধূর্ত তামাক কোম্পানিগুলোর আগ্রাসী প্রচার-প্রচারণা থেকে শিশু-কিশোর ও তরুণ প্রজন্মকে রক্ষায় সরকার দেশে বিদ্যমান আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিদ্যমান আইনের উল্লেখযোগ্য সংশোধন ও সংযোজন হচ্ছে- পাবলিক প্লেস, পরিবহনের আওতা বৃদ্ধি ও এ সকল স্থানে সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ, জরিমানা বৃদ্ধি এবং এসব স্থানে আলাদাভাবে 'ধূমপানের স্থান' না রাখা। তামাক কোম্পানির 'সিএসআর' কর্মকান্ড নিষিদ্ধ। বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য দৃষ্টির আড়ালে রাখা। খোলা ও খুচরা এবং ভ্রাম্যমান তামাক বিক্রয় নিষিদ্ধ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের দোকান না রাখা। তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা। তামাক পণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ৯০% করা। ই-সিগারেট বা ভেপিংয়ের আমদানি, উৎপাদন, বিক্রয়, বিপণন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা উল্লেখযোগ্য। বিগত দিনের মতো এবারো তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন কার্যক্রমের শুরু থেকেই তামাক কোম্পানি ও তার দোসরদের গাত্রদাহ চলছে। গুরুত্বপূর্ণ এ উদ্যোগটি বিফল ও বিলম্ব করতে তারা নানা মিথাচার এবং বিভ্রান্তি ছড়িয়ে চলেছে।

তামাক কোম্পানি রাষ্ট্রীয় আইনের উর্ধ্বে নয়। জনস্বাস্থ্যকে প্রধান্য দিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণ ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তামাক কোম্পানিগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' অর্জন ত্বরান্বিত হবে। এতে আমাদের সন্তান ও প্রিয়জনদের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। এজন্য তামাক কোম্পানির সব ধরনের অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলন থেকে সুপারিশঃ

- দ্রুততম সময়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনী চূড়ান্ত করা;
- তামাক কোম্পানীর প্রভাব থেকে নীতি সুরক্ষায় এফসিটিসি এর অনুচ্ছেদ ৫.৩ অনুসারে 'কোড অব কন্ডাক্ট' গ্রহণ;
- 'জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি' দ্রুত চূড়ান্ত এবং দেশব্যাপী যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- টাস্কফোর্স কমিটিসমূহ সক্রিয় করা, কমিটির ত্রৈমাসিক সভা নিয়মিতকরণ, সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা;
- আইন লঙ্ঘণের দায়ে তামাক কোম্পানি/প্রতিনিধিকে আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি জেল প্রদান;
- আইন লংঘনকারী তামাক কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মনিটরিং কার্যক্রমের সাথে বেসরকারী সংস্থাগুলোকে সম্পৃক্ত করা
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে একটি শক্তিশালি তামাক কর নীতি প্রণয়ন বাস্তবায়ন করা।

---

[1] Steinberg L. Risk taking in adolescence: what changes, and why? *Annals of the New York Academy of Sciences*, 2004, 1021:51–58.

[2] Pollay RW et al. The last straw? Cigarette advertising & realized market shares among youth & adults,1979-1993.*Journal of Marketing*,1996, 60:1-16.

[3] Hoffman BR et al. Perceived peer influence and peer selection on adolescent smoking. *Addictive Behaviours*, 2007, 32:1546–1554.